দৈনিক সাতমাথা
THE DAILY SATMATHA ◈ জাতীয় চেতনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক

তৈরী পোশাক শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে বগুড়ায় আন্তর্জাতিক মানের সুতা কারখানা গড়ে উঠছে

:: এফ শাহজাহান ::

দেশের তৈরী পোশাক শিল্পের কাচামাল জোগান দিতে বগুড়ায় আন্তর্জাতিক মানের সুতা তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। এরআগে এই অঞ্চলে এধরনের কোন কারখানা স্থাপনে কেউ আগ্রহী না হলেও এখন বগুড়ার শেরপুর উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন পোশাক শিল্পাঞ্চলে পরিনত হচ্ছে।

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ভাবনীপুর ইউনিয়নে পোশাক শিল্প সংশ্রিষ্ঠ ছোটবড় প্রায় পাঁচটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে একটি কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং অন্য [illegible]গুলোর নির্মান কাজ চলছে। এসব কারখানায় এ [illegible] প্রায় ১০ হাজার বেকার যুবক ও নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে একটি সুতার কারখানার সাফল্য অন্যান্য উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে।

এখানে যেসব সুতার কারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলো হচ্ছে রনক স্পিনিং মিল,এমএ মতিন কটন মিল,ডাক্স ফ্যাশন। এছাড়াও ভুইয়াগাতি এলাকায় আরো একটি কটনমিলের নির্মানকাজ চলছে। বগুড়ার নিকটবর্তী সিরাজগঞ্জ কটনমিলেও এই অঞ্চলের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

গ্যাস সংযোগ,স্বল্প মুল্যের জমি এবং শ্রমিক সুবিধাসহ নানা সম্ভাবনা থাকায় বগুড়ার ভবানীপুরের ফকির তলায় ১২ একর জমিতে গড়ে উঠেছে রনক স্পিনিং মিল নামে সুতা তৈরীর বিশাল কারখানা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই কারখানায় উৎপাদন শুরু করে সাফল্যের মুখ দেখছে।

ঢাকার চেয়ে অনেক কম দামে জমি এবং কম মজুরীতে শ্রমিক সুবিধা বিদ্যমান থাকায় এই অঞ্চলকেই বেছে নিচ্ছেন পোশাক শিল্পের নতুন উদ্যোক্তারা। তাছাড়া এই অঞ্চলে কোন শ্রমিক অসন্তোষ বা আন্দোলনের ঝুকি ঝামেলা না থাকায় বিনিয়োগকারীরা এখন এদিকেই ঝুঁকছেন। ঢাকার বিনিয়োগকারী রেজাউল করিম তিন বছর আগে এখানে ১২ একর জমি কিনেছিলেন। তখন কেউ ভাবতেই পারে নি যে এখানে একটি আন্তর্জাতিকমানের সুতা তৈরীর কারখানা স্থাপিত হবে। ২০১৩ সালে কারখানার নির্মান কাজ শেষ করে প্রায় ১শ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে এই কারখানায় সুতা উৎপাদন শুরু হয়। রাতদিন সেখানে এখন কর্মীদের পদচারনায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এলাকার দেড় হাজার কর্মহীন নারী পুরুষের কর্মসংস্থান হওয়ায় এলাকাবাসিও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন এই কারখানকে ঘিরে।

(২য় পৃষ্ঠায় ৭ কলাম দেখুন)

তৈরী পোশাক শিল্পকে সমৃদ্ধ

গত বছর জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া এই কারখানায় এযাবত দেড় হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামীতে এই কারখানায় আরো প্রায় এক হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। প্রতিদিন তিন শিফট এ শ্রমিকরা এখানে কাজ করছেন। ফলে প্রতিদিন লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশি সুতা উৎপাদন হচ্ছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কোম্পানীর উদ্যোক্তা।

শুরুতেই দক্ষ শ্রমিকের অভাবে কিছুটা সংকট থাকলেও বছর শেষে সে সংকট কেটে উঠেছেন কারখানার কর্মকর্তারা। এখন সব শ্রমিকই দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এরফলে উৎপাদনের পরিমান এবং গুনগত মান দুটোই বেড়েছে বলে জানালেন কোম্পানীর ম্যানেজার।

বগুড়ায় গ্যাস সরবরাহ থাকলেও এসব শিল্পকারখানায় এখনো গ্যাস সংযোগ না দেয়ায় উদ্যোক্তারা কাংখিত সাফল্য অর্জনে কিছুটা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন। একারনে বিদেশে রপ্তানীযোগ্য সুতা তৈরী এখনো সম্ভব হচ্ছে না। তবে তারা আশাবাদি খুব অল্প সময়ে কারখানায় গ্যাস সংযোগ পেলে তারা দেশের গার্মেন্ট শিল্পের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও সুতা রপ্তানি করতে পারবেন।

রনক স্পিনিং মিলের জেনারেল ম্যানেজার লিয়াকত হোসেন জানান, ভারত,উজবেকিস্তান,সুদানসহ ৫টি দেশ থেকে আমদানি করা তুলা থেকে এখানে উন্নতমানের সুতা তৈরী করা হচ্ছে। আমাদের টার্গেট রয়েছে এখানকার সুতায় তৈরী পোশাক কারখানার উপযোগী কাপড় তৈরীর চাহিদা মেটানো। এখনো গ্যাস সংযোগ না পাওয়ায় কারখানার কাজে বিঘ্ন ঘটছে। একারনে আপাতত অন্যান্য কাপড়ের পাশাপাশি গার্মেন্টের শার্ট তৈরীর কাপড় তৈরী হচ্ছে আমাদের সুতায়।

তিনি আরো জানান, কিছু কাজ বাকি থাকায় কারখানায় এখনো পূর্নমাত্রায় উৎপাদন শুরু হয়নি। পুরা মাত্রায় কাজ শুরু হলে কারখানায় এখনকার চেয়ে দ্বিগুন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। উৎপাদনও হবে আরো দ্বিগুন পরিমান সুতা। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত কাজ শেষ করে উন্নত মানের সুতা উৎপাদনের মাধ্যমে পোশাক শিল্পের চাহিদা পুরনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারবো।

কারখানার উদ্যোক্তা রেজাউল করিম জানান, আমদানি নির্ভর পোশাকশিল্পের সুতা এবং কাপড়ের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে তৈরী পোশাক শিল্পখাতকে সমৃদ্ধ করতেই এই সুতার কারখানা স্থাপন করা হয়েছে. এখানকার সুতায় আমরা দেশের তৈরী পোশাক শিল্পের চাহিদা মেটাতে চাই। তিনি কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলেন,এখনো আমরা গ্যাস সংযোগ পাই নি। গ্যাস সংযোগ পেলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টে দিতে পারবে এই সুতার কারখানা।

কারখানার ম্যানেজার শফিকুল ইসলাম জানান,সবচেয়ে বড় সুবিধা এখানে শ্রমিক অসন্তোষ বলে কোন কথা নেই। সারাবছর নিরিবিলি পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করেন।

কোম্পানীর শ্রমিকরা ভবানীপুরের শহীদুর ইসলাম জানান,আগে দিন মজুরী কামলা খেটেছি। খেয়ে না খেয়ে খুব কষ্টে সংসার চালিয়েছি। কারখানায় কাজ পেয়ে এক বছরের মধ্যে আমার সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। আমার মত আরো অনেকেই এখানে চাকরী পেয়ে সুখের নাগাল পেয়েছে।

সুতা কারখানার নারী শ্রমিক খাদিজা জানান কারখানায় কাজ পেয়ে আমার অচল সংসার সচল হয়েছে। দুমুঠো খেয়ে পরে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়াটাও চালিয়ে যাচ্ছি।

কারখানায় এখনো গ্যাস সংযোগ না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বগুড়া চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং এফবিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব মমতাজ উদ্দীন জানান,বগুড়ায় গ্যাস সরবারাহ থাকলেও শুধু সংযোগ না পেয়ে কিভাবে তিন বছরে বহু শিল্পকারখানা স্থাপিত হলেও তারা কাংখিত সাফল্য অর্জন করতে পারছেন না। শিল্পকারখানা গুলোতে দ্রুত গ্যাস সংযোগ দেয়ার জন্য আমরা চেম্বারের পক্ষ থেকেও নানা উদ্যোগ নিয়েছি। এখানে তৈরী পোশাক শিল্পে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু গ্যাস সংযোগের জটিলতার কারনে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে দেরি হচ্ছে। তিনি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে অবহেলিত উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এখানে শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগের দাবি জানান।

এবিষয়ে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল) এর ভারপ্রাপ্ত এমডি এবং জিএম(মার্কেটিং) রেজাউল ইসলাম খান জানান, জ্বালানী মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে বগুড়ার শিল্পকারখানায় গ্যাস সরবরাহের অনুমতি না থাকায় এখনো কারখানাগুলোতে গ্যাস সংযোগ দেয়া যাচ্ছে না। এর আগে এই অঞ্চলের শিল্পকারখানা এবং আবাসিক এলাকা উভয় খাতেই নতুন করে গ্যাস সংযোগ দেয়া বন্ধ ছিল। সম্প্রতি আবাসিক এলাকায় গ্যাস সংযোগের অনুমতি মিললেও শিল্পকারখানায় গ্যাস সংযোগের অনুমতি মিলেনি।

কবে নাগাদ বগুড়ার শিল্প কারখানা গুলোতে গ্যাস সংযোগ দেয়া সম্ভব, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান,এটি জ্বালানী মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তের বিষয়। যখনই গ্যাস সংযোগ দেয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে তখনই ঐসব কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে।